HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০৫

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic economy)

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ইউরোপে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ব্যতিরেকে অবাধ নাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা **(Capitalistic economy)** বলা হয় বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ **(Individualism)**। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তাসাধারণ ও ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে তথা সমগ্র বাজার কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধ্যাপক জে. এফ. রাগন ও এল. বি. থমাস-এর মতে, "বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে বাজার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করে

> ***[Pure capitalism is an economic system in which property of privately owned and markets rather than central authorities co-ordinate economic decision.***

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারী অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক ।

❖ **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of capitalistic economy)**

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১/ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। সম্পদের এই মালিকানা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। এজন্য সম্পদের ব্যবহার, উৎপাদনের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যক্তি তার সম্পদের অবাধ ভোগ-দখল ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করে ।

২/ ব্যক্তিগত উদ্যোগ : ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে। অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন ।

৩/ অবাধ প্রতিযোগিতা; ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান । প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায়। আবার, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় ।

৪/ স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : স্বয়ংক্রিয়া দাম ব্যবস্থা বা অনিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না তাই এই অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের

❖ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা/সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Command Socialistic economy)

(যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সরকারি মালিকানা থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা (Command economy) বলে এই অর্থব্যবস্থাকে আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও Socialistic economy) বলা হয়। যেহেতু অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর সরকারি মালিকানা থাকে। এবং সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে পরিচালিত হয়, তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে । কারণ এ অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (CPA) থেকে আসে । অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগন ও এল. বি. থমাস বলেন, "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদ সরকারি মালিকানাধীন থাকে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে "

Socialistic economy, an economic system in which property is publicly owned and central authorities co- ordinate economic decisions.)

বিশ্বে সর্বপ্রথম লেলিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নির্দেশমূলক তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উত্থান হয়। মার্কসীয় দর্শন নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি ।

❖ নির্দেশমূলক/সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of command/socialistic economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলত পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বিপরীত ধারণা। নিম্নে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

১) সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিরাজ করে। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

২) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি নির্দেশনা : উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ সরকার গ্রহণ করে । কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন হবে, উৎপাদন পদ্ধতি কী হবে, উৎপাদিত দ্রব্য কিভাবে বণ্টিত হবে তা সরকারি সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থির হয় । এ অর্থব্যবস্থায় সরকার পরিচালকের ভূমিকা পালন করে ।

৩) ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি : এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয় না। যেহেতু উপকরণের মালিকানা নেই, তাই ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সুযোগ নেই ।

৪) ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তারা ধনতন্ত্রের ন্যায় ভোগের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে থাকে।

৫। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি : এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় দাম ব্যবস্থার কোনো ভূমিকা থাকে না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার সকল পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। তাই নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাতে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।

৬। সম্পদের সুষম বণ্টন : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন অপেক্ষাকৃত সুষম । এ অর্থব্যবস্থায় আয় বণ্টনের নীতি হলো প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এ ধরনের বণ্টন নীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক/নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় ।

৭। সামাজিক নিরাপত্তা : এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় যেহেতু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে জনগণের প্রাথমিক বা মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের চেষ্টা করা । প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং জীবনের সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করা হয় ।

৮। শ্রমিক শোষণ নেই : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক অধিকাংশ উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হয় না । স্বকার শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে না । এখানে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হয় ।

৯। বেকারত্বের অনুপস্থিতি : নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় অধিকাংশ কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বেকারত্বের অবকাশ থাকে না ।

১০। সুষম উন্নয়ন : যেহেতু কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাই দেশের সব অঞ্চলকে গুরুত্ব দেওয়া হয় । ফলে সুষম উন্নয়ন সাধিত হয় । কোনো ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য থাকে না ।

১১। মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি : যেহেতু সবক্ষেত্রেই সরকারি নির্দেশনায় উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়, তাই এখানে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদন হয় না । ফলে মুদ্রাস্ফীতিও থাকে না ।

সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বণ্টন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড একক কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় পরিচালিত হয় বলে এ অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা **(Command economy)** বলা হয় । সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজস্ব উদ্যোগের স্বাধীনতা না থাকায় তার উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায় না। আবার, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মান উঁচু নয় বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে অভ্যন্তরীণ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটছে । সমাজতন্ত্রের সূচনাকারী দেশ সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্র পরিহার করে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও বর্তমান বাজার অর্থনীতি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed economic system)

(যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে । অর্থাৎ এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে । অন্যভাবে বলা যায়,যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং উত্তম গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) বলে) অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, "মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও ভোগ কার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে ।" (A mixed economy is one in which the elements of government control are intermingled with market elements in organising production and consumption.]

অধ্যাপক J. F. Ragan ও L. B. Thomas বলেন, "মিশ্র অর্থনীতি এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। কিছু সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এবং অন্যগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের কিছু বাজারে এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়।" (Mixed economy is an economic system that mixes pure capitalism and a command economy. Some resources are owned privately and others publicly. Some economic decisions are made in markets and others by central authorities.]

উন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্প উন্নত পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি ।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of mixed economy)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার মাত্রাগত পার্থক্য আছে। তবে বিশুদ্ধ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় :

১) সম্পদের ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা : মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগের প্রধান প্রধান মাধ্যম, বিশেষ ধরনের শিল্প, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় থাকে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে।

২। সরকারি বিনিয়োগ : জনগুরুত্বপূর্ণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত খাতগুলোতে সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ পরিচালিত হয় । মৌলিক ও ভারী শিল্পকারখানা, গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানি সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

৩। বেসরকারি বিনিয়োগ : সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানার বিনিয়োগ পরিচালিত হয় । তবে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে ।

৪। উভয় খাতের সহাবস্থানঃ এ অর্থব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি খাত সহাবস্থান করে । দেশ ভেদে সরকারি-বেসরকারি খাতের তুলনামূলক গুরুত্ব ও আয়তন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু তারা সহাবস্থানের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

৫)স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের কাজ সম্পন্ন হয় । চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ক্রেতার পছন্দ ও উৎপাদনকারীর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় দামের ওপর ভিত্তি করে । তবে জনস্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার দামের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে । চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় । তবে জনস্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে ।

৬। মুনাফা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, তাই ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে সমর্থন করে । তবে একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে যেন অস্বাভাবিক মুনাফা না অর্জন করতে পারে সেদিকেও সরকার খেয়াল রাখে ।

৭। প্রতিযোগিতা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের প্রাধান্য থাকায় উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিরাজ করে । তবে সরকার তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অসুস্থ প্রতিযোগিতা রোধ করে ।

৮। ভোক্তার স্বাধীনতা : এ ব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে । তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জরুরি প্রয়োজনে ভোক্তা স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা। সরকারি খাতের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজের সময়, ন্যূনতম মজুরি, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় ।

১০। মুদ্রাস্ফীতি : ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদনের স্বীকৃতি থাকায় মুনাফা বৃদ্ধিতে সরকারের বাধা থাকে না। ফলে অনেক সময় অধিক উৎপাদন আবার অনেক সময় কম উৎপাদন দেখা দেয়। ফলে এ অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি থাকে । অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কোনো ব্যবস্থাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা মনে করেন ।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic economy)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান অনুযায়ী সমস্যা সমাধান সম্ভব। ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

1) **ইসলামি শরিয়ত :** এ অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হয় । পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মৌলিক নির্দেশনার ভিত্তিতে এ অর্থনীতির সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় ।
2) **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর । অর্থাৎ "আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তাওয়ালা ।
3) **হারাম-হালালের বিধান :** সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের পার্থক্যকরণের বিধান আছে ।
4) **সম্পদের বণ্টন :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ন্যায়বিচার বা ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। যাকাত, ওশর, জিজিয়া, খারাজ প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান রয়েছে ।
5) **শ্রমনীতির বাস্তবায়ন :** ইসলামে শ্রমিক শোষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান রাসুল (স.)-এর হাদিসে বর্ণনা আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।" ইসলামে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক পরস্পর ভাই-এর মতো ।

৬। সামাজিক নিরাপত্তা : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমাজে যারা অসহায়, সম্বলহীন, ঋণী তাদের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ।

৭) অপচয় ও বিলাসের সমর্থন নেই : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা ভোগ নিয়ন্ত্রিত হয় । এজন্য এখানে অপচয় ও বিলাসিতাকে সমর্থন করা হয় না ।

৮। সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা : ইসলামে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের বিধান রয়েছে ।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় :

৯। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন ।

১০। কর্জে হাসানার প্রবর্তন (বিনাসুদে ঋণের ব্যবস্থা)

১১। মৌলিক চাহিদা পূরণ ।

১২। বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে নৈতিক উন্নয়ন ।

১৩। ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ।

টপিক- MCQ

দাম প্রক্রিয়ায় ‘অদৃশ্য হস্ত' ধারণাটির প্রবর্তক কে?

বোর্ড প্রশ্ন

✓	এডাম স্মিথ
খ	এল. রবিন্স
গ	জে. এম. কেইনস্
ঘ	কার্ল মার্কস

টপিক- MCQ

দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?

বোর্ড প্রশ্ন

- ✓ ক ধনতান্ত্রিক
- খ মিশ্র
- গ নির্দেশমূলক
- ঘ ইসলামি

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

বোর্ড প্রশ্ন

- ✓ ক মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- খ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- গ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
- ঘ উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক "সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

X-দেশ
স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা সর্বাধিক মুনাফা অর্জন উদ্যোগের স্বাধীনতা

Y-দেশ
সুষম উন্নয়ন, সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ, অবাধ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী?

খ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

গ. 'Y' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ঘ. 'X' ও 'Y' দেশের দামব্যবস্থা কি একই? ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

17. একটি দেশে অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুনাফা সর্বোচ্চকরণই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।

ক. সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।

খ. কোন অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা অনুপস্থিত?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থার সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

26. লামিয়া এবং ফারিয়া দুটি ভিন্ন দেশে বাস করেন। লামিয়ার দেশে কেন্দ্রীয়ভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু ফারিয়ার দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষ করা যায়।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?

খ. অর্থনীতিতে সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে লামিয়ার দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ফারিয়ার দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো অমিল থাকলে তা আলোচনা করো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০১

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

১.১.১ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

Scarcity and Choice

দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) : মানবজীবনে প্রত্যাশা, অভাব, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা অসীম কিন্তু এ অসীম অভাব পূরণের ক্ষমতা তথা সম্পদ সীমিত। তাই সকল প্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। Scarcity বা দুষ্প্রাপ্যতা বলতে বোঝায়, মানবজীবনের অসীম সমস্যা বা অভাব পূরণের জন্য সম্পদ সীমিত ও অপ্রচুর অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। মানুষের অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন, সে পরিমাণ সম্পদ প্রকৃতিতে সরবরাহ নেই। এ প্রয়োজনীয় সম্পদের যে অভাব, তাকেই অর্থনীতিতে 'দুষ্প্রাপ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুষ্প্রাপ্যতা.**(Scarcity)** বা স্বল্পতার সমস্যা অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রথম থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্বল্পতার বিশ্লেষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে কার্ল মেনজার **(Carl Menger)**-এর বক্তব্যে। তিনি মনে করেন, অর্থনীতি অবশ্যই "অর্থনৈতিক দ্রব্য"""" নিয়ে আলোচনা করে ।

"অর্থনৈতিক" এ শব্দটি যখন আসে, স্বাভাবিকভাবেই তখন স্বল্পতার সমস্যা বা দুষ্প্রাপ্যতার বিষয়টি উপস্থিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮৭২ সালে কার্ল মেনজার **(Menger)** বলেন, "মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনের পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি।"

দুষ্প্রাপ্যতা/স্বল্পতা সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের অভিমত : অধ্যাপক **Paul A. Samuelson** বলেন, "মানুষ যেসব পণ্যদ্রব্য চায় তার যোগান প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ বা দুষ্প্রাপ্য।"6

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

অর্থনীতিবিদ স্টোনিয়ার এবং হেগ-এর মতে, "অর্থনীতি মূলত স্বল্পতা এবং স্বল্পতার কারণে উদ্ভূত সমস্যা সংক্রান্ত বিদ্যা।"

অধ্যাপক ডমিনিক স্যালভেটর (Dominick Salvatore) বলেন, "দুষ্প্রাপ্যতা শব্দটি 'সীমিত' শব্দের প্রায় নিকটবর্তী, 'মুক্ত' বা 'অসীম' ধারণার বিপরীত। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা বা স্বল্পতা সকল সমাজের মূল সমস্যা।"

অধ্যাপক আর. জি. লিপসি (R. G. Lipsey) মন্তব্য করেন, "দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা হচ্ছে মূল সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা যা অর্থনীতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।"9

স্বল্পতা সম্পর্কে রবিন্সের বক্তব্যটি জনপ্রিয়। তাঁর মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।" এল. রবিন্সের পূর্বাপর অর্থনীতিবিদ্‌গণ সম্পদের স্বল্পতা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন ঠিকই, তবে রবিন্সের সংজ্ঞার মতো উপযুক্ত সংজ্ঞা আর কেউ দিতে পারেননি ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটি যত সীমিত হবে এবং যতই তা অভিপ্রেত হবে, ততই তা স্বল্প বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ জীবনের অপরিত্রাণযোগ্য সমস্যা হলো স্বল্পতার সমস্যা।

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

নির্বাচন (Choice) : মানুষের জীবনে অভাব যেমন অফুরন্ত, তেমনি সম্পদ সীমিত। এ অফুরন্ত অভাবের মধ্যে সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই অভাবের গুরুত্ব এবং সম্পদের বিকল্প বা দক্ষ ব্যবহারও নির্ধারণ করতে হয়। এ কারণে প্রয়োজন হয় নির্বাচনের। অধ্যাপক Samuelson এর মতে, 'অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান।

অধ্যাপক বেনহাম মনে করেন, "মানুষ বাছাই করতে বাধ্য হয় বলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়।" (Economic problems arise because people are compelled to choose"-Benham)

অধিক মজুরি এবং অধিক আরাম-আয়েশ ও বিশ্রাম কোনো ব্যক্তি একসাথে পাবে না। তাকে নির্বাচন করতে হয়—কোনটি তার অধিক প্রয়োজন। মজুরি অধিক উপার্জন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে বিশ্রাম কম হবে। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাঁদের মন্তব্যে স্বল্পতা ও নির্বাচনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক লর্ড. জে. এম. কেইন্সের (১৮৮৩-১৯৪৬) মতে, "দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজের আয় ও নিয়োগব্যবস্থার আলোচনাই হলো অর্থনীতির মূল বিষয়।" একইভাবে অধ্যাপক আর. এম. ববার (R.M. Bober) তাঁর

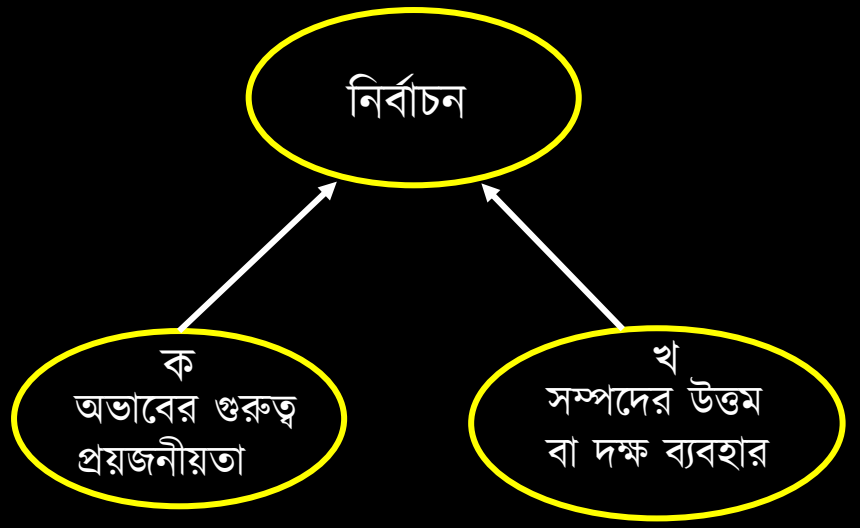

চিত্রঃ ১.৩ নির্বাচন

"The Economics of Cycle and Growth' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "অর্থনীতি হলো দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং কর্মসংস্থান ও আয় নির্ধারকসমূহের পর্যালোচনা সংক্রান্ত শাস্ত্র।" 10

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই অসীম অভাবকে তীব্রতার মাত্রানুসারে নির্বাচন করতে হয়। পূর্বের চিত্র-১.৩-এ ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হচ্ছে, কোন অভাবটি তার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে সম্পদের ব্যবহার করলে অপচয় কম হবে। মনে করি, একজন ব্যক্তির বছর শেষে ১০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় হলো। সে ইচ্ছে করলে দশ লক্ষ টাকা দ্বারা ইউরোপ ভ্রমণ করতে পারে, অথবা দেশে মোটরগাড়ি ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে। ইউরোপ ভ্রমণ বা মোটর গাড়ি ক্রয় উভয় কাজ এক সঙ্গে সে করতে পারবে না। এখানে তাকে গুরুত্ব অনুসারে নির্বাচন করতে হয়, কোনটি তার নিকট অধিক লাভজনক। এ সমস্যাগুলো থেকেই সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

বোর্ড প্রশ্ন

উদ্দীপকে কোন মৌলিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

ক কী উৎপাদন করা হবে

খ কার জন্য উৎপাদন করা হবে

গ কতটুকু উৎপাদন করা হবে

ঘ কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে

✓

অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজের মৌলিক সমস্যা কয়টি?

বোর্ড প্রশ্ন

ক ২

খ ৩

গ ৪

ঘ ৫

✓

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

বোর্ড প্রশ্ন

- ✓ ক মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- খ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- গ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
- ঘ উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক **নির্বাচন বলতে কী বোঝ?**

অর্থনীতিতে নির্বাচন বলতে অনেক অভাবের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার পন্থাকে বোঝায় ।

ক **দুষ্প্রাপ্যতা কাকে বলে?**

অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকে অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

খ **"সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ"- ব্যাখ্যা করো।**

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেইবেশিরভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।

মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ হলো- কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কার জন্য করতে হবে। এ সমস্যাসমূহ উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে মানুষের জন্য সব কিছুই উৎপাদন করা যেত এবং কোনো সমস্যা থাকত না। তাই বলা যায়, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০২

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

Basic Economic Problems

সীমাহীন অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের নিয়োগ বিন্যাসই হলো প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা ("The central problem of Economics is the allocation of scarce resources for the satisfaction of unlimited wants.")। অর্থনীতিতে উৎপাদন-বণ্টন-ভোগ সংক্রান্ত মানবীয় কর্ম প্রচেষ্টা **(human efforts)** প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়, এর প্রয়োগ থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলোই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

মানবসমাজের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো "অভাব পূরণ" এবং উপায় হলো "স্বল্প সম্পদের সঙ্গে জড়িত মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টা।" সম্পদের এ স্বল্পতা এবং অভাবের অসীমতা থেকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সম্পদের অঙ্গন থেকে সময়কে পৃথক করলে দেখা যায় সীমিত সময় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমিত করে দেয়, যার ফলে সময়ের এ বণ্টন ও ব্যবহার থেকেও মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় ।

প্রত্যেক সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলো অপ্রতুল। অপ্রতুল সম্পদকে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কীভাবে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টন করা হবে, সীমিত সম্পদের সাহায্যে কীভাবে অসীম অভাব পূরণ করা হবে, এগুলোই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনীতিবিদ **পি. এ. স্যামুয়েলসন (P. A. Samuelson)**-এর মতে, প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজের মৌলিক সমস্যা বা কেন্দ্রীয় সমস্যা হলো তিনটি। এ সমস্যাগুলো হলো :

(এক) কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে (What quantity to produce)?

(দুই) কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে (How to produce) ?

(তিন) কার জন্য উৎপাদন করা হবে (For whom to produce) ?

উপরের তিনটি সমস্যার বিশ্লেষণ থেকেই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় ।

বিশ্লেষণঃ

(এক) কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে :

প্রত্যেক সমাজের প্রথম মৌলিক সমস্যা কী উৎপাদন করা হবে এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করা। সম্পদের স্বল্পতার কারণেই এ সমস্যার উদ্ভব। প্রয়োজন বা গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রথমে স্থির করতে হয় কী কী দ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজন এবং তারপর প্রয়োজন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়।

চিত্র পরিচিতি : OX অক্ষে X দ্রব্য ও OY অক্ষে Y দ্রব্য দেখানো হয়েছে। চিত্র ১.৪-এ AB হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (Production Possibility Curve বা PPC)*।

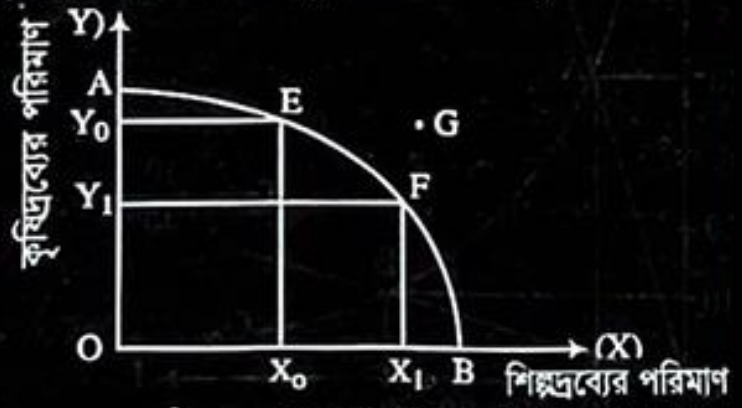

চিত্র ১.৪ : কাম্য উৎপাদন নির্ধারণ

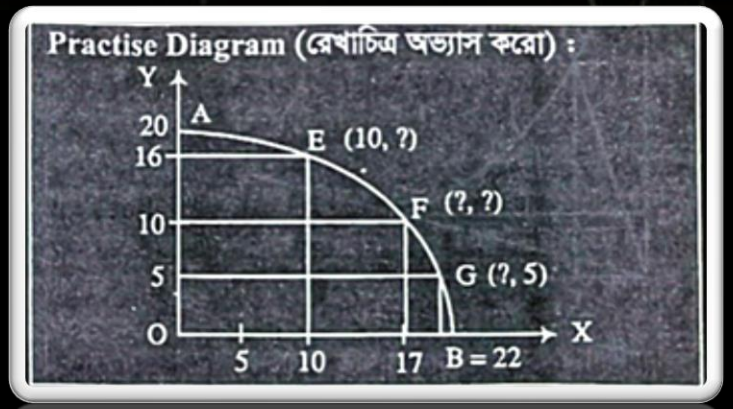

চিত্র বিশ্লেষণ : কোনো দেশে বিদ্যমান সম্পদের পূর্ণব্যবহার সাপেক্ষে AB রেখার উপরস্থ বিন্দুগুলোতে উৎপাদন সম্ভব। G বিন্দুতে বিদ্যমান সম্পদ সাপেক্ষে উৎপাদন সম্ভব নয়। E বিন্দুতে উৎপাদন করলে OX_0 পরিমাণ X দ্রব্য এবং OY_0 পরিমাণ Y দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। আবার F বিন্দুতে উৎপাদন করা হলে X দ্রব্যের উৎপাদন হবে OX_1 এবং Y দ্রব্যের উৎপাদন হবে OY_1।

উত্তর খুঁজে নাও :

- চিত্রে E, F, G বিন্দুতে '?' স্থানে মান বসাও।

চিত্রে OX ভূমি অক্ষে শিল্পদ্রব্য এবং OY লম্ব অক্ষে কৃষিদ্রব্য নির্দেশ করা হলো। সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যদি E বিন্দুতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন নির্ধারণ করে, তবে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে OX, পরিমাণ শিল্পদ্রব্য এবং OY, পরিমাণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে যদি F বিন্দুতে সমাজ উৎপাদন নির্ধারণ করে, তবে OX, পরিমাণ শিল্পদ্রব্য এবং OY, পরিমাণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। এক্ষেত্রে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সম্পদের স্বল্পতাহেতু G বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। AB রেখার কোন বিন্দুতে উৎপাদন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত সেটি নির্ধারণ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যায়ভুক্ত।

(দুই) কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে :

এটি অর্থনৈতিক সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সমস্যার মূল কথা হলো দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করা ।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে উৎপাদন কৌশল হয় শ্রম-নিবিড় (labour intensive) অথবা পুঁজি-নিবিড় (capital intensive) ।

অর্থাৎ যে দেশে পুঁজি অপেক্ষা শ্রমের সরবরাহ বেশি, শ্রমের মূল্য সস্তা, সে দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম-নির্ভর হয়। অন্যদিকে যে দেশে পুঁজির পরিমাণ বেশি, শ্রমের মজুরি বেশি, সে দেশে উৎপাদন কৌশল পুঁজিনির্ভর হয়। যেমন— উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদন কৌশল পুঁজি-নিবিড়; অন্যদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম-নিবিড় হয়। কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোন সমাজে কী পরিমাণ এবং কোন ধরনের উপকরণ অধিক পরিমাণ আছে তার প্রেক্ষিতে স্থির করা হয়। সম উৎপাদন রেখার সাহায্যে সমস্যাটির বিশ্লেষণ করা যায়।

সম-উৎপাদন রেখা : সম-উৎপাদন রেখা হলো এরূপ একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে দুটি উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণের মাধ্যমে গোট রেখায় উৎপাদন ভিন্ন হয়, বামদিকের রেখা অপেক্ষা ডানদিকের এবং ওপরের রেখায় বেশি উৎপাদন প্রকাশ করে ।

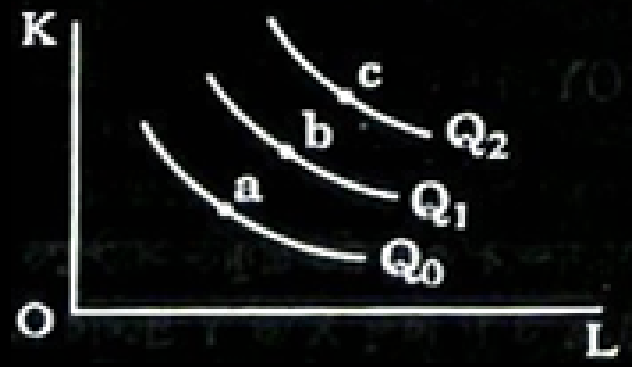

চিত্র ১.৬ : সম-উৎপাদন রেখা

উদাহরণ : চিত্রে Q0, Q1 ও Q2 তিনটি সম-উৎপাদন রেখা। কিন্তু বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী Qo অপেক্ষা Qi ও Q অপেক্ষা Q2 রেখায় অধিক উৎপাদন প্রকাশ করে। অর্থাৎ a অপেক্ষা b ও b অপেক্ষা c বিন্দুতে বেশি উৎপাদন নির্দেশ করে ।

চিত্র বিশ্লেষণ : মনে করি, A বিন্দুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র OK_1 পরিমাণ পুঁজি ও OL_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে, একই পরিমাণ দ্রব্য বাংলাদেশ B বিন্দুতে উৎপাদন করার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রম OL_2 ও কম পুঁজি OK_2 নিয়োগ করবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অধ্যাপক এ. কুটসোয়ানিস (A. Koutsoyiannis) তাঁর প্রকাশিত 'Modern Microeconomics' গ্রন্থে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, "একটি উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণের সমন্বয়। সাধারণত একটি পণ্য বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে।"[1]

উত্তর খুঁজে নাও :

- কীভাবে উৎপাদন করবে? নিম্নের সূচি ব্যবহার করে চিত্র অঙ্কন করো। উৎপাদন নির্দিষ্ট পরিমাণ $Q_0 = 10$ একক

কৌশল	পুঁজি (K)	শ্রম (L)
T_1	4	2
T_2	2	4

(তিন) কার জন্য উৎপাদন করা হবে :

এটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সমাজের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে দ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যে শ্রেণিবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টিও এর সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

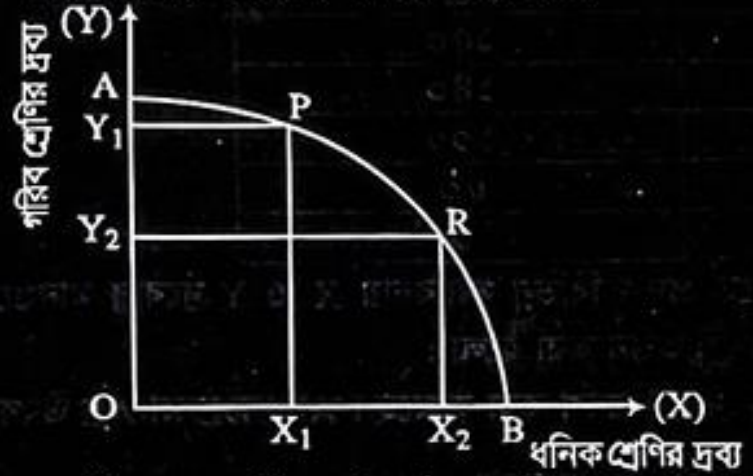

চিত্র ১.৭ : ধনী ও গরিবদের জন্য উৎপাদন

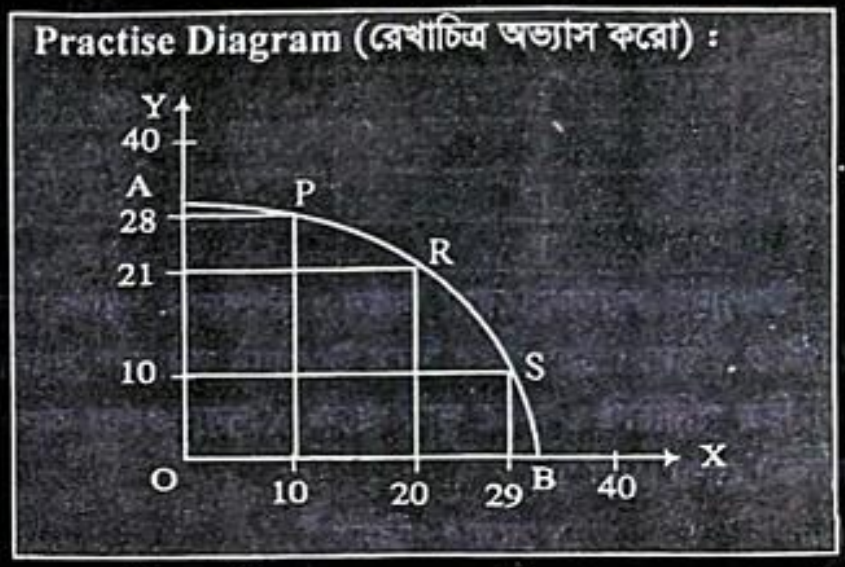

চিত্র বিশ্লেষণ : চিত্রে OX অক্ষে ধনিক শ্রেণির দ্রব্য ও OY অক্ষে গরিব শ্রেণির দ্রব্য এবং AB উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা প্রকাশ করে। সমাজে যদি গরিব জনগোষ্ঠীর পরিমাণ অধিক হয় সেক্ষেত্রে AB রেখার P বিন্দুতে এবং ধনিক শ্রেণির জনগোষ্ঠী অধিক হলে AB রেখার R বিন্দুতে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। P বিন্দুতে অধিক Y এবং R বিন্দুতে অধিক X দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কোন বিন্দুতে উৎপাদন করা হবে তা নির্ভর করে সেদেশের জনসংখ্যার শ্রেণিকাঠামোর ওপর। কোন শ্রেণির উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনে দেশ অধিক মনোযোগী হবে সেটি অনুধাবনই এ সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, অসীম অভাবের মধ্যে নির্বাচিত অভাবসমূহ পূরণকল্পে কীভাবে সম্পদের বিকল্প ব্যবহার করে উৎপাদন ও ভোগ কাম্যস্তরে উপনীত করার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করা সম্ভব, এটিই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা। এ সমস্যার প্রকৃতি সকল সমাজেই অভিন্ন তবে সমাধান পদ্ধতির শুধু ভিন্নতা রয়েছে।

টপিক- MCQ

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় কয়টি?

ক. ২ গ.৪

খ. ৩ ঘ.৫

টপিক- MCQ

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পর্যায় কয়টি?

ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

সম্পদের স্বল্পতা ও অভাবের অসীমতা থেকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো হলো— কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কার জন্য করতে হবে। এই সমস্যাগুলো উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা। যদি সম্পদ অসীম হতো এবং মানুষের অভাব সীমিত হতো তাহলে মানুষের জন্য সবকিছুই উৎপাদন করা যেত। আর কোনো সমস্যাও সৃষ্টি হতো না। তাই বলা যায়, সম্পদের স্বল্পতা ও অসীম অভাবের কারণে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০৩

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
Production Possibility Curve

সহজভাবে বলা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

(A production possibility curve is a curve representing the maximum possible output combinations of goods that can be produced with a fixed quantity of resources and current level of technology.)

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

অধ্যাপক আর. জি. লিপসি **(R. G. Lipsey)**-এর মতে, "উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখা সম্পদের পূর্ণব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের এরূপ বিকল্প সমন্বয়সমূহ উপস্থাপন করে, যা অর্জন করা সম্ভব। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এমন একটি বিন্দুর সঞ্চারপথ যা কোনো সমাজের বিদ্যমান সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অভাবের নির্বাচন সাপেক্ষে উৎপাদনযোগ্য দুটি দ্রব্যের সকল সম্ভাব্য সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। এ রেখাকে অর্জনযোগ্যতার সীমানা রেখাও বলে।

বর্তমান সময়ে যেকোনো অর্থ-ব্যবস্থায় বেসামরিক **(civilian goods)** এবং সামরিক দ্রব্য **(military goods)** সংগ্রহ বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের সমস্যায় পড়তে হয়। এ সমস্যা হলো মূলত উপকরণ বণ্টনসংক্রান্ত সমস্যা— কী পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ বা ব্যবহার করে সামরিক বাহিনীর জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ বা উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণ উপকরণ জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ প্রয়োজন। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সীমানা দ্বারা 'সীমিত সম্পদের গণ্ডির মধ্যে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি'ই বোঝানো হয়ে থাকে। ইচ্ছা করলে যত খুশি উৎপাদন করা যাবে না।

নিম্নে উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি এবং চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি :

সংমিশ্রণ	X-দ্রব্য	Y-দ্রব্য
A	০	১৫০
B	৫০	১৪০
C	১০০	১০০
D	১৪০	৫০
E	১৫০	০

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন : উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনায় X ও Y দ্রব্যের পরিমাণ গ্রহণ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) অঙ্কন করা হলো :

চিত্রে OX-অক্ষে X দ্রব্য এবং OY অক্ষে Y দ্রব্য দেখানো হয়েছে । ABCDE বা AE হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)। A বিন্দুতে উৎপাদন করলে সকল সম্পদ Y দ্রব্য উৎপাদন কাজে ব্যয় হবে। A বিন্দুতে Y দ্রব্যের উৎপাদন ১৫০ একক A বিন্দুতে X দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য (০)। আবার, E বিন্দুতে উৎপাদন করলে X দ্রব্যের উৎপাদন ১৫০ একক, কিন্তু Y দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য (০) । B বিন্দুতে Y দ্রব্যের উৎপাদন ১৩৫ একক এবং X দ্রব্যের উৎপাদন ৫০ একক, C বিন্দুতে উভয় দ্রব্যের পরিমাণ ১০০ একক। D বিন্দুতে X দ্রব্যের উৎপাদন ১৩৫ একক এবং Y দ্রব্যের উৎপাদন ৫০ একক । A, B, C, D.E বিন্দুগুলো যোগ করলে AE উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।

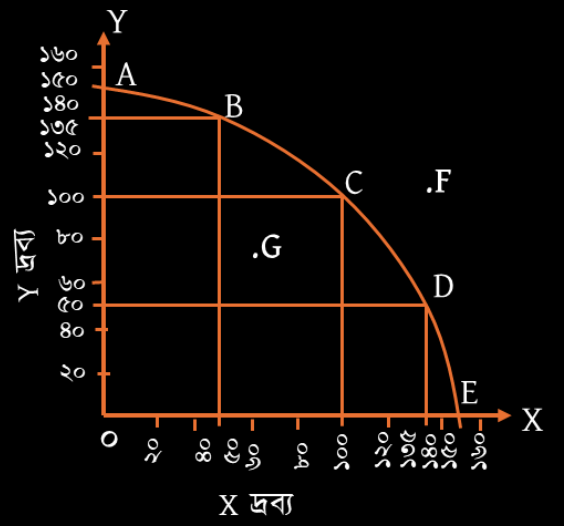

চিত্রঃ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সম্পদ স্বল্পতার কারণে দুটি দ্রব্যের উৎপাদন একসাথে বাড়ানো যায় না। ফলে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি করলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন ছেড়ে দিতে হয়। উৎপাদনকারীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন দ্রব্য তার কাছে অধিক পছন্দনীয় বা প্রয়োজনীয়। যদি X অধিক পছন্দনীয় হয়, তবে অধিক পরিমাণে X দ্রব্যের উৎপাদন হবে এবং Y দ্রব্যের উৎপাদন কমবে। আবার, উৎপাদনকারীর নিকট যদি Y দ্রব্য অধিক পছন্দনীয় হয়, তবে Y দ্রব্যের উৎপাদন বাড়বে এবং X দ্রব্যের উৎপাদন কমবে । উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে F বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয় । আবার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে G বিন্দুতে অদক্ষ উৎপাদন ও অপূর্ণ নিয়োগ নির্দেশ করে ।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

বিকল্প উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি ও রেখা :

সংমিশ্রণ	উৎপাদন কাপড় (X) (হাজার মিটার)	গম (Y) (হাজার কুইন্টাল)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

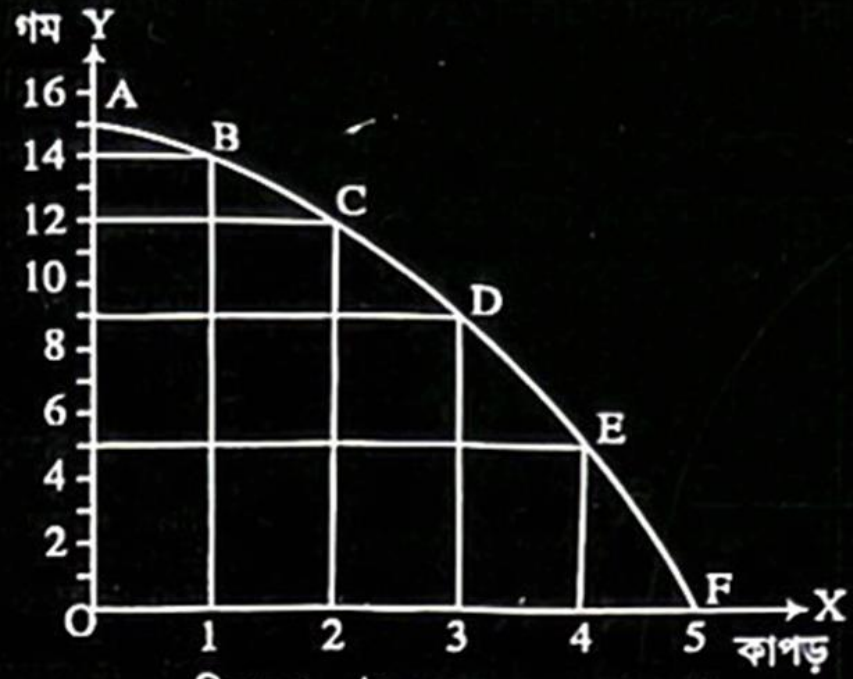

চিত্র ১.৯ : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ঘ. সুযোগ ব্যয়' নির্ধারণ : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ধারণা দ্বারা 'সুযোগ ব্যয়' নির্ধারণ করা যায়।

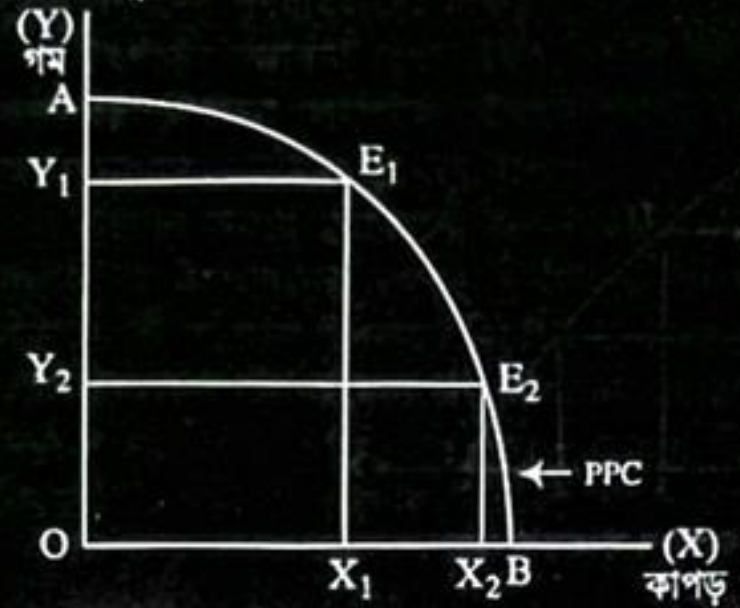

চিত্র : ১.১২

যেমন, চিত্র ১.১২ থেকে বুঝতে পারি, E_1 বিন্দু থেকে E_2 বিন্দুতে X_1 X_2 পরিমাণ অধিক কাপড় উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণের জন্য গম উৎপাদনের সুযোগ Y_1 Y_2 পরিমাণ ত্যাগ করতে হবে কারণ সম্পদ সীমিত। PPC রেখা দ্বারা এভাবে সুযোগ ব্যয়ের ধারণাও লাভ করা যায়।

ঙ. সময়ের ব্যবধানে দেশগুলোর PPC-এর পরিবর্তন : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় অবস্থানকারী দেশসমূহের মধ্যে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের পার্থক্যের কারণে এবং সময়ের ব্যবধানে উক্ত দেশসমূহের উৎপাদনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব PPC-এর পরিবর্তন ঘটে।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

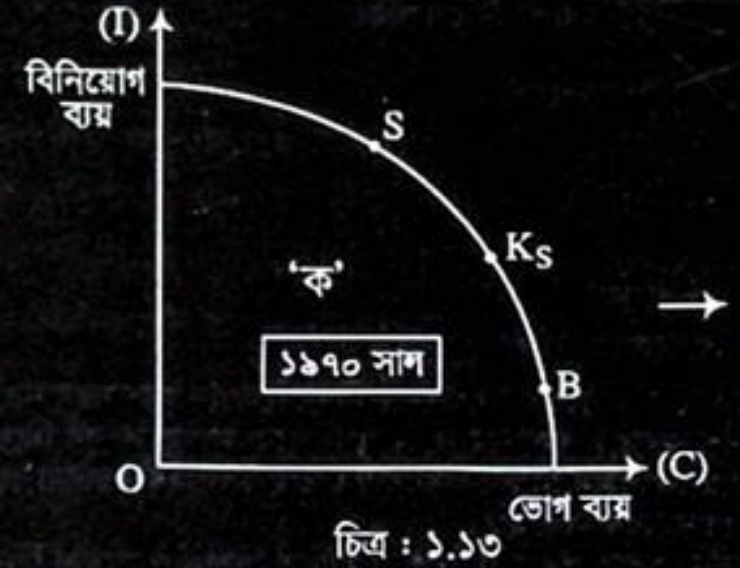

চিত্র : ১.১৩

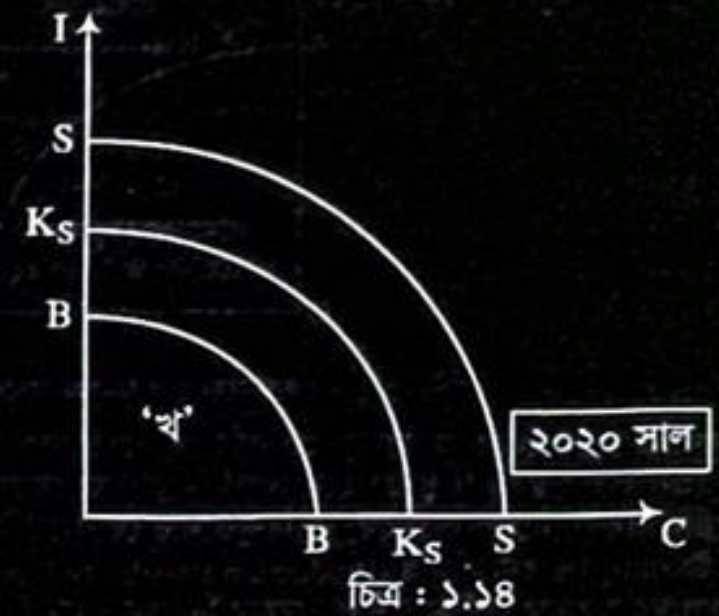

চিত্র : ১.১৪

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের পার্থক্য—'ক' চিত্রানুযায়ী B বাংলাদেশ, K_1 দঃ কোরিয়া, S হলো সিঙ্গাপুর। ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭০ সালে তিনটি দেশ যদিও একই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় অবস্থান করে থাকে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পরবর্তীতে এ সব দেশের অবস্থান একই রেখায় নেই। 'খ' চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, অধিক ভোগ ও কম বিনিয়োগ সমৃদ্ধ দেশের PPC সবচেয়ে ভেতরে এবং অধিক বিনিয়োগ ও কম ভোগসম্পন্ন দেশের PPC সবচেয়ে উপরে অবস্থান করবে। তাই সময় ব্যবধানে ২০২০ সালে বাংলাদেশের PPC হলো BB সিঙ্গাপুরের PPC হলো SS এবং দক্ষিণ কোরিয়ার PPC হলো K_2K_3।

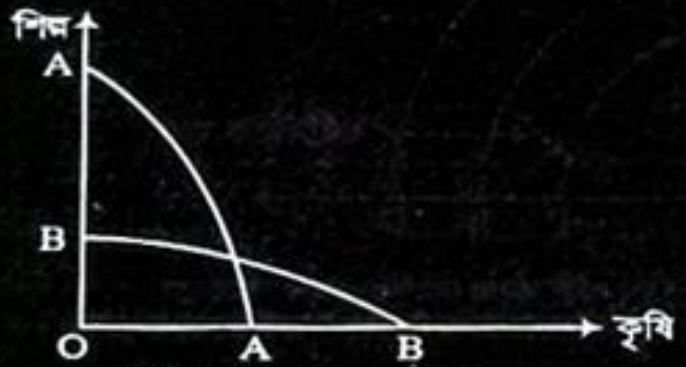

চিত্র ১.১৫ : ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা

চ. বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ : বিভিন্ন দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) দ্বারা বিভিন্ন অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

চিত্রানুযায়ী ভূমি অক্ষে কৃষি, লম্ব অক্ষে শিল্প, AA যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবং BB বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা নির্দেশ করে। চিত্র থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি শিল্পনির্ভর এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অর্থনীতিতে 'উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা' ধারণার যথেষ্ট গুরুত্ব বিদ্যমান।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? **চট্টগ্রাম বোর্ড , ২০২৩**

একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্যদিকে, ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো সুযোগ ব্যয়। পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে ধান উৎপাদন করলে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হবে পাঁচ কুইন্টাল পার্ট।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

অর্থনীতিতে সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন?

অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় অর্থনীতিতে সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

অসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমিত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ অভাবের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। একটি অভাব পূরণ হলে অন্য একটি অভাব নতুনরূপে দেখা দেয়। মানুষ এসব নতুন অভাব সম্পদের সাহায্যে পূরণ করে। কিন্তু অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সীমিত এ সম্পদ দিয়ে মানুষ তার অসংখ্য অভারের সামান্যই মেটাতে পারে। এজন্য মানুষের পক্ষে সব অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও:

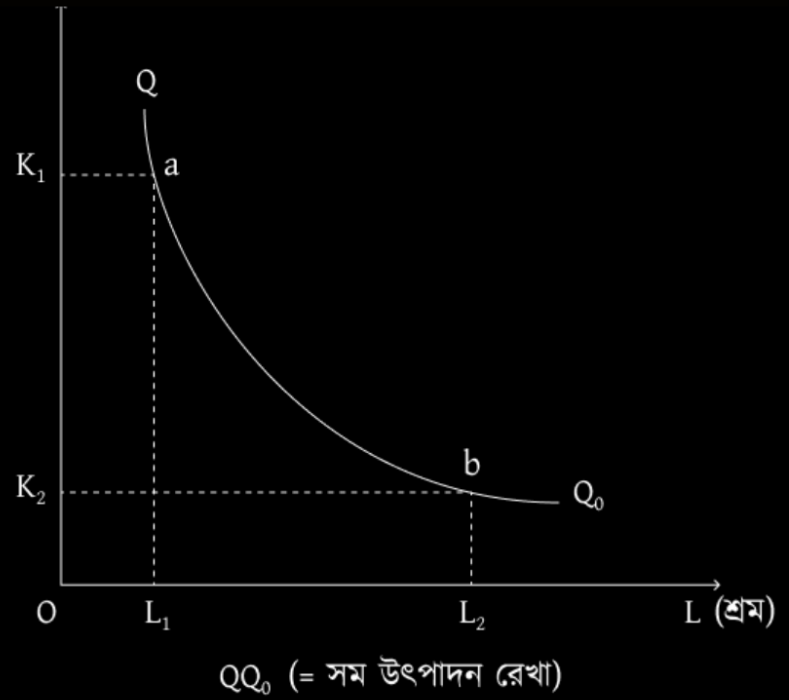

QQ_0 (= সম উৎপাদন রেখা)

উদ্দীপকে কোন মৌলিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

উদ্দীপকে কোন মৌলিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

ক. কী উৎপাদন করা হবে

খ. কতটুকু উৎপাদন করা হবে

গ. কার জন্য উৎপাদন করা হবে

ঘ. কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে

টপিক- MCQ

। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে কোনো একটি বিন্দুতে কী প্রকাশ করে?

ক. অপূর্ণ নিয়োগ

খ. পূর্ণ নিয়োগ

গ. সম্পদের স্বল্পতা

ঘ. সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

টপিক- MCQ

. একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কী প্রদর্শন করা হয়?

ক. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন

খ. সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ

গ. প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণের সমন্বয়

ঘ. উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি

খ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলতে কী বোঝায় ?

বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশ করা হয় তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) বলে।

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। আবার একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করতে পারে। এভাবে সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়।

খ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে সীমান্ত রেখা বলা হয় কেন?

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে সীমান্ত রেখা বলা হয়।

সমস্যাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরের বিন্দুতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। অর্থাৎ ভেতরের বিন্দুতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দুতে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল অবস্থিত। অন্যদিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দুতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। উক্ত বিন্দুগুলোতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়। এ রেখার উপরের বিন্দুগুলোই অধিক কাম্য। সুতরাং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলে এ রেখাকে সীমান্ত রেখা বলা হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

❑ নির্দিষ্ট সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি নিচে দেওয়া হলো-

X দ্রব্য	Y দ্রব্য	সংমিশ্রণ
১২০ একক	০০ একক	A
১০০ একক	৫০ একক	B
৫০ একক	১০০ একক	C
০০ একক	১২০ একক	D

ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?

খ. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে একই সঙ্গে XX দ্রব্যের ১০০ একক এবং YY দ্রবের ১০০ একক উৎপাদন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন

একজন কৃষিবিদ এক বিঘা জমিতে গম ও আলুর সম্ভাব্য ফলনের তথ্য একটি রেখার সাহায্যে তুলে ধরলে রেখাটি নিম্নরূপ:

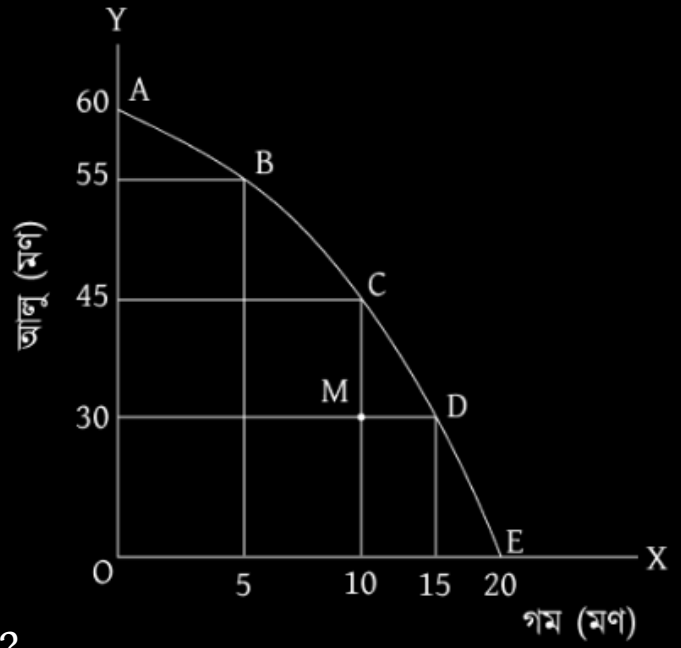

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?

খ. অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যা কেন দেখা দেয়?

গ. কৃষিবিদ উদ্দীপকের রেখাচিত্রটির সাহায্যে যা দেখিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কোনো কৃষক যদি MM বিন্দুতে উৎপাদন করে তবে কি তাকে দক্ষ কৃষক বলা যায়? কেন? বুঝিয়ে বলো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০৪

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সুযোগ ব্যয়

মানুষ তার পছন্দের সবকিছুই এক সঙ্গে পেতে পারে না। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা, পছন্দের ক্ষেত্রে বিপত্তির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মানুষের একাধিক পছন্দের ক্ষেত্রে একটি পেতে গেলে বিকল্প সর্বাধিক পছন্দের আর একটি হাতছাড়া হয়ে যায় ।

সাধারণভাবে বলা যায়, একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়। (The opportunity cost equals the amount of product that must be sacrificed in order to have more of one.) অন্যভাবে বলা যায়, একটি কাজের জন্য যে সর্বোত্তম বিকল্পটি হারাতে হয়, সেই হারানোর পরিমাণই হলো নির্দিষ্ট কাজের সুযোগ ব্যয়। (The opportunity cost of a particular action is the loss of next best alternative). অর্থাৎ ত্যাগকৃত সুযোগই হলো সুযোগ ব্যয় (a sacrificed opportunity is called an opportunity cost.)

অধ্যাপক বেনহামের মতে, "কোনো জিনিসের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে পরবর্তী সর্বোত্তম বিকল্প দ্রব্যটির উৎপাদন পরিহারের ব্যয়।"অর্থাৎ একটি পছন্দ পূর্ণ করতে গিয়ে পরবর্তী সর্বোত্তম (next best) যে পছন্দটি ত্যাগ করতে হয়, সেই ত্যাগকৃত পছন্দ বা সুযোগকে প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয় বলে ।

সুযোগ ব্যয়

চিত্র বিশ্লেষণ : উৎপাদক যদি Y দ্রব্য অপেক্ষা X দ্রব্যকে অধিক প্রয়োজন মনে করে, তবে সে T, বিন্দু অপেক্ষা T2 বিন্দুতে উৎপাদন নির্ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে তার X দ্রব্যের উৎপাদন OX, থেকে OX, তে বৃদ্ধি পাবে এবং Y দ্রব্যের উৎপাদন OY, থেকে OY2 তে হ্রাস পাবে। অর্থাৎ নিট অর্থে X- দ্রব্যের AX পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য Y দ্রব্যের AY পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে X-দ্রব্যের অধিক উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য Y-দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করতে হয় বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যেহেতু সমাজে সম্পদ সীমিত বা স্থির। উদাহরণ : এক ব্যক্তি মোটরগাড়ি ক্রয় করার জন্য হয়তো ইউরোপ ভ্রমণ বাদ দিতে হলো। এক্ষেত্রে মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুযোগ গ্রহণের জন্য সে ইউরোপ ভ্রমণ ত্যাগ করলো। অতএব মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুযোগ ব্যয় হলো ইউরোপ ভ্রমণ ।

চিত্র পরিচিতিঃ চিত্রে AB উৎপাদন সম্ভবনা রেখা ।
ভূমি অক্ষে X – দ্রব্য ও লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য বিবেচিত ।

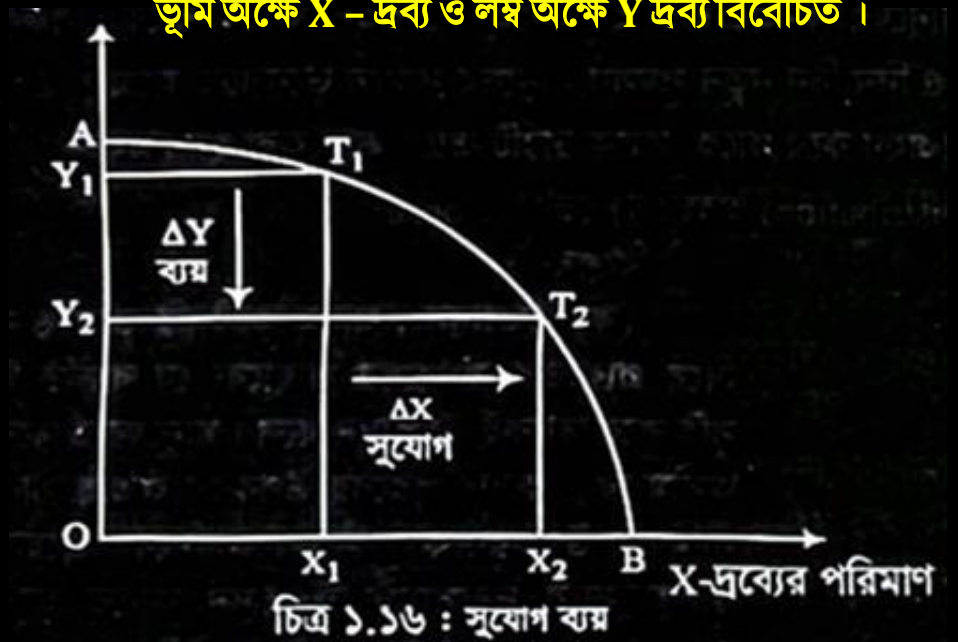

চিত্র ১.১৬ : সুযোগ ব্যয়

সুযোগ ব্যয় তিন প্রকার। যথা : (i) ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয়, (ii) ক্রমহ্রাসমান সুযোগ ব্যয় এবং (iii) স্থির সুযোগ ব্যয়। এ প্রকারভেদ নির্ভর করে নির্দিষ্ট হারে সুযোগ গ্রহণের বিনিময়ে ত্যাগ বা ব্যয় কী ধরনের হয়? অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যক্তিগত পছন্দ নির্বাচন, সামাজিক পছন্দ নির্বাচন, উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের দক্ষতা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্যয় নির্ধারণে এ ধারণাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া সমজাতীয় অভাবের গুরুত্ব নির্ধারণেও সুযোগ ব্যয় ধারণাটি যথেষ্ট কার্যকর ।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কর্মপর্যায়

Different Phases of Activities in Solving Economic Problems

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অফুরন্ত অভাব এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ আদিকাল থেকে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম লগ্নে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিজের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়। তখন মানুষের মধ্যে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মানুষ বনে জঙ্গলে বা পাহাড়ের কুঠুরীতে, গুহায় বসবাস করতো, ফল-মূল, গাছের পাতা, কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনযাপন করতো। ক্রমে সময়ের বিবর্তনে যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে। তারপরও দিন দিন নতুন সমস্যা মানুষের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে।

সুযোগ ব্যয়

বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানবজাতি যেসব কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে, তাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) উৎপাদন (Production), (খ) বিনিময় (Exchange), (গ) বণ্টন (Distribution) এবং (ঘ) ভোগ (Consumption)।

শিল্প পশু (IG)

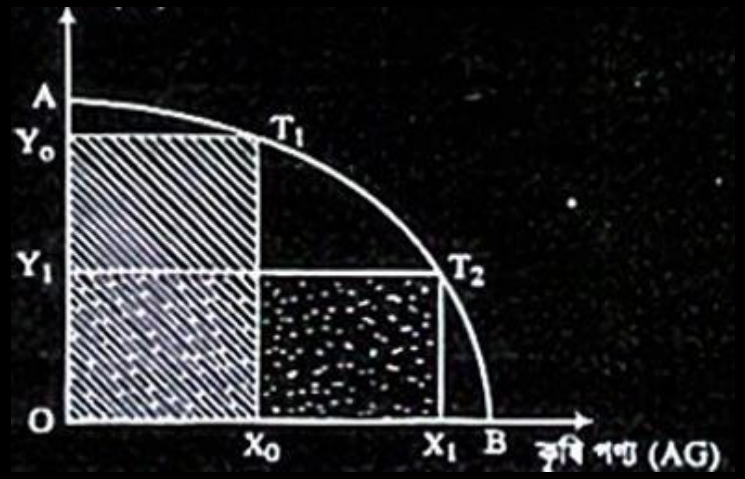

চিত্র ১.২০ : সামাজিক উৎপাদন নির্ধারণ

চিত্রানুযায়ী সমাজের প্রয়োজন বা চাহিদানুসারে যদি উৎপাদক T বিন্দুতে উৎপাদন করে তাহলে অধিক শিল্প পণ্য এবং T2 বিন্দুতে উৎপাদন করলে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

বিশ্লেষণ :

(ক) উৎপাদন : মানুষ কারিগরি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে যে বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই উৎপাদন বলে। মানুষের জীবনে অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ অত্যন্ত সীমিত। এ সীমিত উপকরণকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন ও গুরুত্বানুসারে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে হয়। কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে—সবই মানুষকে সমাজের চাহিদা ও প্রাপ্ত সুযোগের সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে হয়। এভাবে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক ও যৌক্তিক করাই অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

সুযোগ ব্যয়

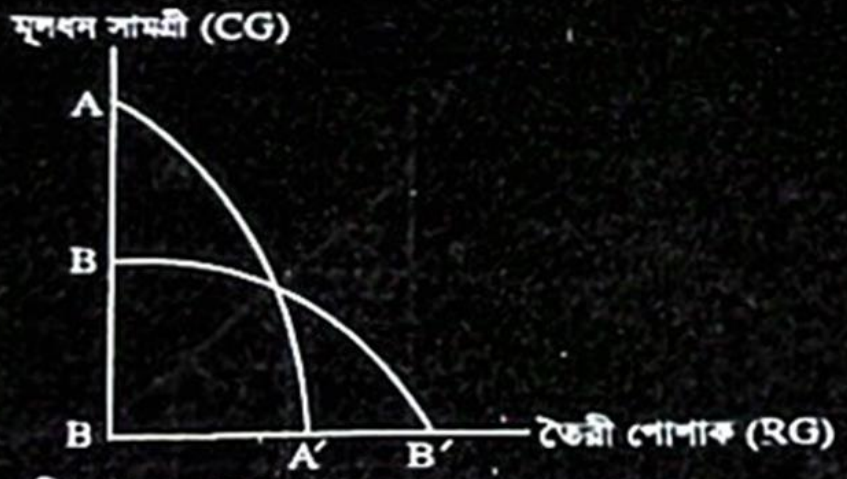

চিত্র ১.২১ : বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত স্থানান্তর

চিত্রানুসারে যদি AA´ যুক্তরাষ্ট্রের PPC এবং BB´ বাংলাদেশের PPC হয়, তাহলে বোঝা যায়, উপকরণ-উৎপাদন সুবিধার পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে মূলধন সামগ্রী আমদানি করবে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশ হতে তৈরী পোশাক আমদানির বিনিময়ে মূলধন সামগ্রী রপ্তানিতে উৎসাহী হবে। এভাবে বিনিময়-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উভয় দেশ লিপ্ত হবে।

(খ) বিনিময় : বিনিময় বলতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুটি দ্রব্য বা সেবার মালিকানা পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পৃথিবীতে স্বনির্ভর অঞ্চল বা পরিবার অথবা দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল কম ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নত মানের পণ্যদ্রব্য অধিক উৎপাদন করতে পারে। সেখানে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তীতে অন্য অঞ্চলে বিনিময় করে তুলনামূলক অসুবিধার কারণে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন সে করতে পারে নি, তা ভোগ করতে পারে। যেমন—বাংলাদেশ তৈরী পোশাক, চা, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করে বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিময়ে কম্পিউটার (Computer) সহ অন্যান্য মূলধন দ্রব্য (মেশিন, যন্ত্রপাতি) আমদানি করে।

সুযোগ ব্যয়

মূলধন সামগ্রী (CG)

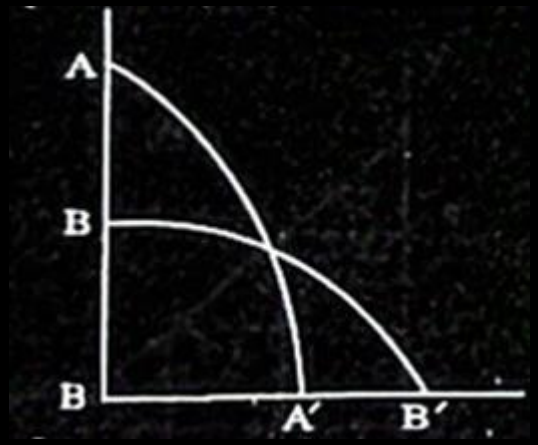

তৈরী পোশাক (RG)

চিত্রঃ বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত স্থানাতর

চিত্রানুসারে যদি AA যুক্তরাষ্ট্রের PPC এবং BB বাংলাদেশের PPC হয়, তাহলে বোঝা যায়, উপকরণ-উৎপাদন সুবিধার পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে মূলধন সামগ্রী আমদানি করবে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশ হতে তৈরী পোশাক আমদানির বিনিময়ে মূলধন সামগ্রী রপ্তানিতে উৎসাহী হবে। এভাবে বিনিময়-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উভয় দেশ লিপ্ত হবে।

(খ) বিনিময় : বিনিময় বলতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুটি দ্রব্য বা সেবার মালিকানা পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পৃথিবীতে স্বনির্ভর অঞ্চল বা পরিবার অথবা দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল কম ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নত মানের পণ্যদ্রব্য অধিক উৎপাদন - করতে পারে। সেখানে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তীতে অন্য অঞ্চলে বিনিময় করে তুলনামূলক অসুবিধার কারণে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন সে করতে পারে নি, তা ভোগ করতে পারে। যেমন—বাংলাদেশ তৈরী পোশাক, চা, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করে বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিময়ে কম্পিউটার (Computer) সহ অন্যান্য মূলধন দ্রব্য (মেশিন, যন্ত্রপাতি) আমদানি করে ।

সুযোগ ব্যয়

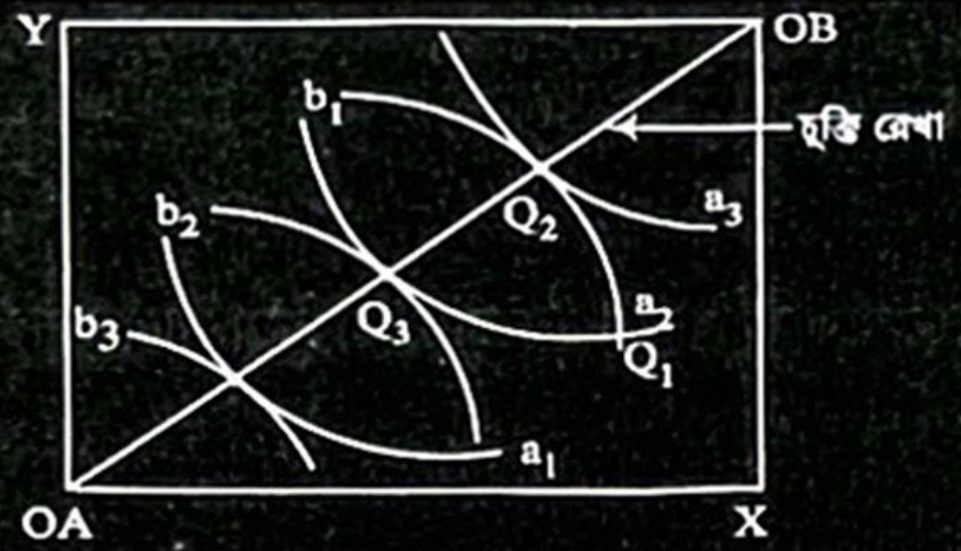

চিত্র ১.২২ : সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি

সম্পদের পুনঃবণ্টনের ফলে সমাজে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে কমপক্ষে একজন উপকৃত হলে, পরবর্তী বণ্টন পূর্বাপেক্ষা উত্তম। চিত্রানুযায়ী Q_1 প্রাথমিক বণ্টন অপেক্ষা Q_2 পরবর্তী বণ্টনব্যবস্থায় B ব্যক্তির উপযোগ স্থির থেকে A ব্যক্তির কল্যাণ বৃদ্ধি পায় বিধায় Q_1 অপেক্ষা Q_2 বণ্টনব্যবস্থা অধিক কাম্য। কারণ Q_2 বিন্দুতে B ব্যক্তি একই সম-উপযোগ রেখায় (b_1) অবস্থান করলেও A ব্যক্তি উচ্চতর সম-উপযোগ রেখায় ($a_2 < a_3$) উন্নীত হয়।

(গ) বণ্টন : উৎপাদিত দ্রব্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে কীভাবে বা কোন নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে তা নির্ধারণ করাও একটি অর্থনৈতিক কর্মপর্যায়। উৎপাদনে যেসব উপকরণ অবদান রাখে (যেমন—ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন), তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) পরিশোধ করার প্রক্রিয়াকে বণ্টন বলে। জাতীয় আয় বা সম্পদ সমাজের সবার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। এটি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু কীভাবে বণ্টন করলে সমাজের নিকট তা কাম্য হবে, তা নির্বাচন করতে হলে "বিচার বুদ্ধির মূল্যায়ন" (value judgement) প্রয়োজন। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা সমাজের কল্যাণ অর্জিত হয়। তবে কোনো দেশের বণ্টনব্যবস্থা সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে নির্ধারিত হয়।

সুযোগ ব্যয়

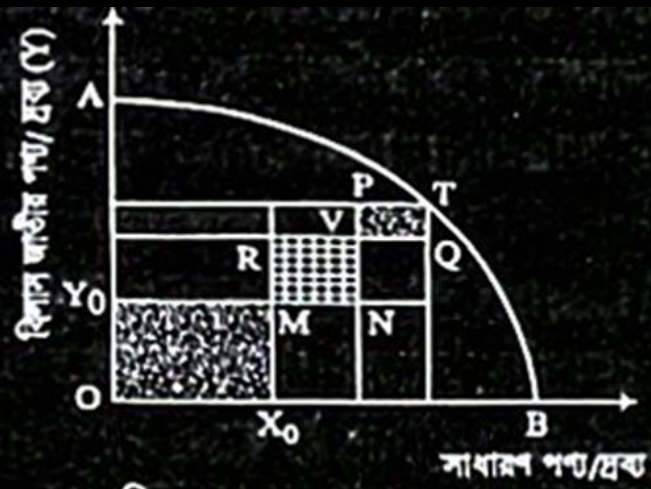

চিত্র ১.২৩ : শ্রেণি বৈষম্যের ভোগ

ভোগক্ষেত্রে সকল সমাজেই সামর্থ্যের বিষয়টি জড়িত। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও যার যোগ্যতা দক্ষতা অধিক তার সামর্থ্য অধিক বিধায় সে অধিক সাধারণ ও বিলাসজাতীয় দ্রব্য ভোগ করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তিন ধরনের শ্রেণি যেকোনো সমাজে লক্ষ্য করা যায়। যেমন : চিত্রানুযায়ী ধনীশ্রেণি OX_0MY_0, মধ্যবিত্ত শ্রেণি MNVR এবং দরিদ্র শ্রেণি VQTP পরিমাণ সাধারণ ও বিলাসজাতীয় দ্রব্য সামর্থ্যানুসারে ভোগ করে। এরূপ ভোগকে শ্রেণিবৈষম্যজনিত ভোগও বলা যায়।

(ঘ) ভোগ : মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো ভোগ। উপযোগের সৃষ্টি হলো উৎপাদন, ভোগ হচ্ছে ব্যবহারের মাধ্যমে সেই উপযোগের নিঃশেষ। ভোগের মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণ হয়। সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে কীভাবে ভোগের মাধ্যমে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা যায়, মানুষ নিরন্তর সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোগের মাধ্যমে উপযোগ সর্বোচ্চকরণ করাই হলো লক্ষ্য, যার জন্য মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার শুরু হলো উৎপাদন, মধ্যবর্তী হলো বিনিময় এবং বণ্টন, শেষ হলো ভোগ। ভোগের উদ্দেশ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং ভোগ দ্বারা এর সমাধান ঘটে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে চারটি পর্যায় উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ—এ পর্যায়গুলো পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পর্কযুক্ত। কোনোটিরই এককভাবে গুরুত্ব নেই। যেমন—ভোগ না করলে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টনের প্রয়োজন হয় না; তেমনি উৎপাদন না করলেও বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের প্রশ্ন আসে না। মানুষের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ—এ চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

খ সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্যদিকে, ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে ধান উৎপাদন করলে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হবে পাঁচ কুইন্টাল পাট।

খ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো।

কিছু কিছু অমিল বা বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একজন ভোক্তা বা একক ফার্মের আচরণ, চাহিদা, ভোগ, সঞ্চয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একটি দেশের মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ দামস্তর ইত্যাদি। তাই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পৃথকভাবে একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ সামষ্টিককে বাদ দিয়ে যেমন ব্যষ্টিক আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি ব্যষ্টিককে বাদ দিয়ে সামষ্টিক আলোচনা নিরর্থক। তাই বলা যায়, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০৫

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic economy)

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ইউরোপে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ব্যতিরেকে অবাধ নাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা **(Capitalistic economy)** বলা হয় বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ **(Individualism)**। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তাসাধারণ ও ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে তথা সমগ্র বাজার কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধ্যাপক জে. এফ. রাগন ও এল. বি. থমাস-এর মতে, "বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে বাজার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করে

> ***[Pure capitalism is an economic system in which property of privately owned and markets rather than central authorities co-ordinate economic decision.***

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারী অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক ।

❖ **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of capitalistic economy)**

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১/ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। সম্পদের এই মালিকানা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। এজন্য সম্পদের ব্যবহার, উৎপাদনের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যক্তি তার সম্পদের অবাধ ভোগ-দখল ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করে ।

২/ ব্যক্তিগত উদ্যোগ : ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে। অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন ।

৩/ অবাধ প্রতিযোগিতা; ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান । প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায়। আবার, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় ।

৪/ স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : স্বয়ংক্রিয়া দাম ব্যবস্থা বা অনিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না তাই এই অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের

❖ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা/সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Command Socialistic economy)

(যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সরকারি মালিকানা থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা (Command economy) বলে এই অর্থব্যবস্থাকে আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও Socialistic economy) বলা হয়। যেহেতু অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর সরকারি মালিকানা থাকে। এবং সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে পরিচালিত হয়, তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে । কারণ এ অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (CPA) থেকে আসে । অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগন ও এল. বি. থমাস বলেন, "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদ সরকারি মালিকানাধীন থাকে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে "

Socialistic economy, an economic system in which property is publicly owned and central authorities co- ordinate economic decisions.)

বিশ্বে সর্বপ্রথম লেলিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নির্দেশমূলক তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উত্থান হয়। মার্কসীয় দর্শন নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি ।

❖ নির্দেশমূলক/সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of command/socialistic economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলত পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বিপরীত ধারণা। নিম্নে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

১) সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিরাজ করে। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

২) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি নির্দেশনা : উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ সরকার গ্রহণ করে । কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন হবে, উৎপাদন পদ্ধতি কী হবে, উৎপাদিত দ্রব্য কিভাবে বণ্টিত হবে তা সরকারি সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থির হয় । এ অর্থব্যবস্থায় সরকার পরিচালকের ভূমিকা পালন করে ।

৩) ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি : এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয় না। যেহেতু উপকরণের মালিকানা নেই, তাই ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সুযোগ নেই ।

৪) ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তারা ধনতন্ত্রের ন্যায় ভোগের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে থাকে।

৫। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি : এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় দাম ব্যবস্থার কোনো ভূমিকা থাকে না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার সকল পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। তাই নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাতে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।

৬। সম্পদের সুষম বণ্টন : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন অপেক্ষাকৃত সুষম । এ অর্থব্যবস্থায় আয় বণ্টনের নীতি হলো প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এ ধরনের বণ্টন নীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক/নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় ।

৭। সামাজিক নিরাপত্তা : এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় যেহেতু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে জনগণের প্রাথমিক বা মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের চেষ্টা করা । প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং জীবনের সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করা হয় ।

৮। শ্রমিক শোষণ নেই : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক অধিকাংশ উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হয় না । স্বকার শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে না । এখানে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হয় ।

৯। বেকারত্বের অনুপস্থিতি : নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় অধিকাংশ কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বেকারত্বের অবকাশ থাকে না ।

১০। সুষম উন্নয়ন : যেহেতু কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাই দেশের সব অঞ্চলকে গুরুত্ব দেওয়া হয় । ফলে সুষম উন্নয়ন সাধিত হয় । কোনো ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য থাকে না ।

১১। মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি : যেহেতু সবক্ষেত্রেই সরকারি নির্দেশনায় উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়, তাই এখানে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদন হয় না । ফলে মুদ্রাস্ফীতিও থাকে না ।

সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বণ্টন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড একক কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় পরিচালিত হয় বলে এ অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা **(Command economy)** বলা হয় । সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজস্ব উদ্যোগের স্বাধীনতা না থাকায় তার উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায় না। আবার, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মান উঁচু নয় বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে অভ্যন্তরীণ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটছে । সমাজতন্ত্রের সূচনাকারী দেশ সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্র পরিহার করে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও বর্তমান বাজার অর্থনীতি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed economic system)

(যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে । অর্থাৎ এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে । অন্যভাবে বলা যায়,যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং উত্তম গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) বলে) অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন-এর মতে, "মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও ভোগ কার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে ।" (A mixed economy is one in which the elements of government control are intermingled with market elements in organising production and consumption.]

অধ্যাপক J. F. Ragan ও L. B. Thomas বলেন, "মিশ্র অর্থনীতি এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। কিছু সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এবং অন্যগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের কিছু বাজারে এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়।" (Mixed economy is an economic system that mixes pure capitalism and a command economy. Some resources are owned privately and others publicly. Some economic decisions are made in markets and others by central authorities.]

উন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্প উন্নত পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি ।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of mixed economy)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার মাত্রাগত পার্থক্য আছে। তবে বিশুদ্ধ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় :

১) সম্পদের ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা : মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগের প্রধান প্রধান মাধ্যম, বিশেষ ধরনের শিল্প, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় থাকে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে।

২। সরকারি বিনিয়োগ : জনগুরুত্বপূর্ণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত খাতগুলোতে সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ পরিচালিত হয় । মৌলিক ও ভারী শিল্পকারখানা, গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানি সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

৩। বেসরকারি বিনিয়োগ : সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানার বিনিয়োগ পরিচালিত হয় । তবে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে ।

৪। উভয় খাতের সহাবস্থানঃ এ অর্থব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি খাত সহাবস্থান করে । দেশ ভেদে সরকারি-বেসরকারি খাতের তুলনামূলক গুরুত্ব ও আয়তন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু তারা সহাবস্থানের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

৫)স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : এ অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের কাজ সম্পন্ন হয় । চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ক্রেতার পছন্দ ও উৎপাদনকারীর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় দামের ওপর ভিত্তি করে । তবে জনস্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার দামের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে । চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় । তবে জনস্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে ।

৬। মুনাফা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, তাই ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে সমর্থন করে । তবে একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে যেন অস্বাভাবিক মুনাফা না অর্জন করতে পারে সেদিকেও সরকার খেয়াল রাখে ।

৭। প্রতিযোগিতা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের প্রাধান্য থাকায় উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিরাজ করে । তবে সরকার তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অসুস্থ প্রতিযোগিতা রোধ করে ।

৮। ভোক্তার স্বাধীনতা : এ ব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে । তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জরুরি প্রয়োজনে ভোক্তা স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা। সরকারি খাতের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজের সময়, ন্যূনতম মজুরি, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় ।

১০। মুদ্রাস্ফীতি : ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদনের স্বীকৃতি থাকায় মুনাফা বৃদ্ধিতে সরকারের বাধা থাকে না। ফলে অনেক সময় অধিক উৎপাদন আবার অনেক সময় কম উৎপাদন দেখা দেয়। ফলে এ অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি থাকে । অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কোনো ব্যবস্থাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা মনে করেন ।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic economy)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান অনুযায়ী সমস্যা সমাধান সম্ভব। ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

1) **ইসলামি শরিয়ত :** এ অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হয় । পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মৌলিক নির্দেশনার ভিত্তিতে এ অর্থনীতির সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় ।
2) **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর । অর্থাৎ "আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তাওয়ালা ।
3) **হারাম-হালালের বিধান :** সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের পার্থক্যকরণের বিধান আছে ।
4) **সম্পদের বণ্টন :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ন্যায়বিচার বা ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। যাকাত, ওশর, জিজিয়া, খারাজ প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান রয়েছে ।
5) **শ্রমনীতির বাস্তবায়ন :** ইসলামে শ্রমিক শোষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান রাসুল (স.)-এর হাদিসে বর্ণনা আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।" ইসলামে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক পরস্পর ভাই-এর মতো ।

৬। সামাজিক নিরাপত্তা : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমাজে যারা অসহায়, সম্বলহীন, ঋণী তাদের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ।

৭) অপচয় ও বিলাসের সমর্থন নেই : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা ভোগ নিয়ন্ত্রিত হয় । এজন্য এখানে অপচয় ও বিলাসিতাকে সমর্থন করা হয় না ।

৮। সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা : ইসলামে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের বিধান রয়েছে ।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় :

৯। ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন ।

১০। কর্জে হাসানার প্রবর্তন (বিনাসুদে ঋণের ব্যবস্থা)

১১। মৌলিক চাহিদা পূরণ ।

১২। বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে নৈতিক উন্নয়ন ।

১৩। ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ।

টপিক- MCQ

দাম প্রক্রিয়ায় ‘অদৃশ্য হস্ত' ধারণাটির প্রবর্তক কে?

বোর্ড প্রশ্ন

✓	এডাম স্মিথ
খ	এল. রবিন্স
গ	জে. এম. কেইনস্
ঘ	কার্ল মার্কস

টপিক- MCQ

দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?

বোর্ড প্রশ্ন

- ✓ ক ধনতান্ত্রিক
- খ মিশ্র
- গ নির্দেশমূলক
- ঘ ইসলামি

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

বোর্ড প্রশ্ন

- ✓ ক মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- খ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- গ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
- ঘ উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

ক "সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

X-দেশ
স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা সর্বাধিক মুনাফা অর্জন উদ্যোগের স্বাধীনতা

Y-দেশ
সুষম উন্নয়ন, সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ, অবাধ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী?

খ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

গ. 'Y' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ঘ. 'X' ও 'Y' দেশের দামব্যবস্থা কি একই? ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

17. একটি দেশে অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতা যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুনাফা সর্বোচ্চকরণই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।

ক. সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।

খ. কোন অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা অনুপস্থিত?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থার সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

26. লামিয়া এবং ফারিয়া দুটি ভিন্ন দেশে বাস করেন। লামিয়ার দেশে কেন্দ্রীয়ভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু ফারিয়ার দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষ করা যায়।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?

খ. অর্থনীতিতে সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে লামিয়ার দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ফারিয়ার দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো অমিল থাকলে তা আলোচনা করো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১ – মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

টপিক – ০৫

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন
টপিক ০২: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
টপিক ০৩: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
টপিক ০৪: সুযোগ ব্যয়
টপিক ০৫: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

টপিক ০৬: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

বর্তমানকালে অর্থনীতির আওতা অনেক প্রসারিত। অর্থনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও বাস্তব ধারণাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য এর বৃহৎ আওতাকে ১৯৩৩ সালে ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাগনার ফ্রিশ (Ragner Frisch) ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics) ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics) নামে দুভাগে বিভক্ত করেন। বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত শতাব্দীতে (১৯৩০—৩৩) মহামন্দার পূর্বে ব্যষ্টিক অর্থনীতি এবং এরপর মহামন্দার কারণ ও তার প্রতিকার নির্ণয়ে লর্ড জে. এম. কেইন্স (Lord. J.M. Keynes) কর্তৃক ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রকাশিত "The General Theory of Employment, Interest and Money". গ্রন্থ প্রকাশের পর সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

ব্যষ্টিক শব্দটি ইংরেজি Micro ও গ্রিক Mikros এর শাব্দিক অর্থ। এর বাংলা অর্থ অতি ক্ষুদ্র (very small)। অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন– ব্যক্তিগত-চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, মুনাফা প্রভৃতি ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য।

অর্থনীতিবিদ কে. ই. বোলডিং (K.E. Boulding)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি এক একটি ফার্ম, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম, মজুরি, আয়, প্রত্যেকটি শিল্প এবং প্রত্যেক দ্রব্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করে।"[19]

অধ্যাপক হেন্ডারসন এবং কুয়ান্ট-এর ভাষায়, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো ব্যক্তির এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা।"[20]

অধ্যাপক মরিস ডব-এর মতে, "অর্থনীতির আণুবীক্ষণিক (microscopic) অবলোকন ও বিশ্লেষণকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।"

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও. এম. এমোস (Orley M. Amos JR)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো অর্থনীতির একটি শাখা যা অর্থনীতির একটি অংশ আলোচনা করে।"[21]

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নে প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো :

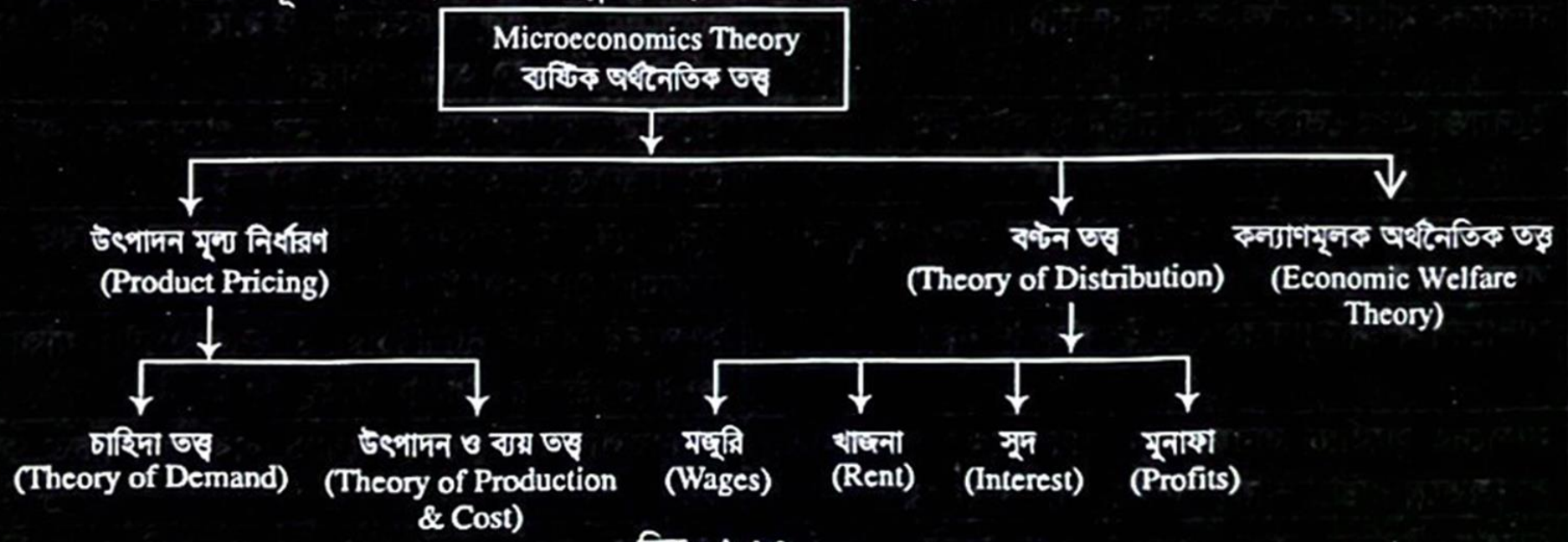

চিত্র : ১.২৭

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ ও প্রবাহচিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের পৃথক পর্যালোচনার সঙ্গে সীমিতভাবে এককগুলোর যৌথ পর্যালোচনাও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে স্থান পায়।

সামষ্টিক অর্থনীতি

সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি শব্দ Macro এবং গ্রিক শব্দ Makros যার বাংলা অর্থ বড় বা সামগ্রিক (Large বা whole)। অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। অর্থনীতির যেকোনো বিষয়ের সব এককের আচরণ বা কার্যাবলি সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা হয় এ শাখায়। যেমন—সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, সামগ্রিক ভোগ, সাধারণ মূল্যস্তর, মজুরি স্তর, জাতীয় আয়, সামগ্রিক বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় সঞ্চয়, নিয়োগ স্তর প্রভৃতি সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত।

অধ্যাপক কে. ই. বোলডিং-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর, দ্রব্যের ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন আলোচনা করে।"[22]

অর্থনীতিবিদ জি. অ্যাকলের মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি বৃহদায়তন পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক হেন্ডারসন (Henderson) এবং কুয়ান্ট (Quandt)-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে সামগ্রিক বিষয়াদি যেমন মোট কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় প্রভৃতি।"[23]

ও. এম. এমোস (Orley M. Amos JR)-এর ভাষায়, "Macroeconomics is the branch of Economics that studies the entire economy." অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির শাখা যা সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও নরড্যুস-এর মতে, বাহ্যিক চলককে অনিয়ন্ত্রিত ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে সামগ্রিক লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা যে বিষয়ের মাঝে নিহিত, তাই হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

সামষ্টিক অর্থনীতি

সামষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নের প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো :

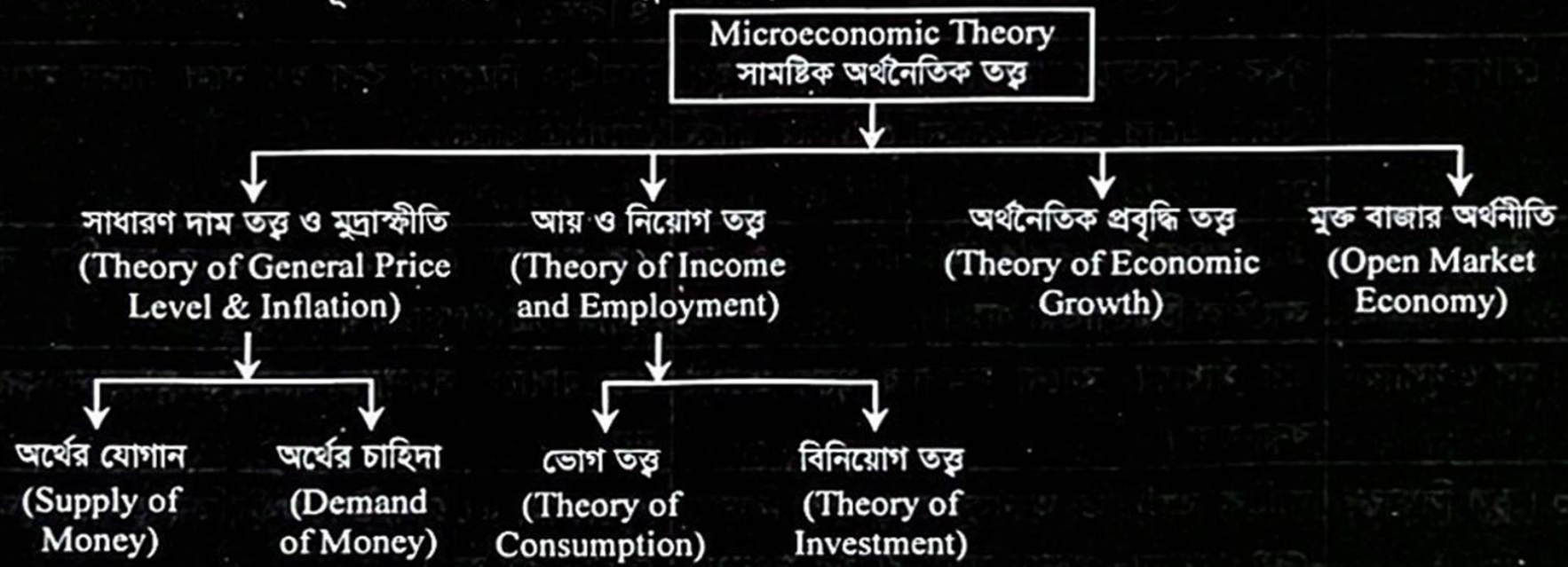

চিত্র : ১.২৮

অতএব আলোচনা থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগ, বেকার সমস্যা, সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তত্ত্ব/সমস্যা, অর্থের চাহিদা ও যোগান, সামষ্টিক বণ্টন ধারণা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রা সংকোচন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনসহ অর্থনৈতিক জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিষয়	ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি
১। সংজ্ঞা	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক যেমন—একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, একটি শিল্প ইত্যাদির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক দিক তথা-মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় আয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।
২। অর্থ	ব্যষ্টিক বা Micro শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক বা Macro শব্দের অর্থ হলো বৃহৎ।
৩। উদ্ভব	Micro শব্দটি গ্রিক শব্দ Mikros হতে উদ্ভূত।	Macro শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ Makros হতে উদ্ভূত।
৪। আলোচনা	এখানে অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।	এখানে অর্থনীতির সামগ্রিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়।
৫। বিশ্লেষণ	এতে একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন—ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি।	এতে অর্থনীতির বিষয় বা এককসমূহ পৃথকভাবে আলোচনা করে সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন—জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় ভোগ ব্যয় ইত্যাদি।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

৬। পরিধি	ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।
৭। যোগসূত্র	পৃথক পৃথকভাবে সমস্যা আলোচনা করা হয় বিধায় এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না।	সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয় বলে এদের মধ্যে যোগসূত্র থাকে।
৮। চিত্র	এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির খণ্ড বা আংশিক চিত্র পাওয়া যায়।	এর মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।
৯। মূল ও মূল্যায়ন	এর মাধ্যমে কোনো সমস্যার মূলে প্রবেশ করা যায়।	এর মাধ্যমে সমস্যার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।
১০। ভুল সিদ্ধান্ত	ব্যষ্টিক অর্থনীতি অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত দেয়। যেমন—মন্দার সময় ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপযোগিতা থাকলেও সামগ্রিক সঞ্চয়ের উপযোগিতা নেই।	পক্ষান্তরে, এতে ব্যষ্টিক অর্থনীতির তুলনায় ভুল সিদ্ধান্ত কম হয়।
১১। পূর্ণ নিয়োগ	ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এটি অবাস্তব ধারণা।	অপরদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে কখনোই দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান ধরে নেয়া যায় না।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

১২। আংশিক বনাম সামগ্রিক ভারসাম্য	যেকোনো একক খাতের ভারসাম্য বিশ্লেষণ তথা আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে এটি জড়িত।	সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের সাথে এটি জড়িত।
১৩। প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা	কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায় না।	পক্ষান্তরে, কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা সামষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায়।
১৪। গুরুত্ব	অর্থনীতির যেকোনো একক খাত বা বিষয়কে উত্তমরূপে বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।	কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।
১৫। সমর্থক	ক্ল্যাসিক্যাল এবং নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ এর সমর্থক।	আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সামষ্টিক অর্থনীতির সমর্থক।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে ওপরের আলোচনার মাধ্যমে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হলেও এদের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পরের প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক।

তাই অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন (P.A. Samuelson) মন্তব্য করেন, "There is really no opposition between Micro and Macroeconomics. Both are absolutely vital." অর্থাৎ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সত্যিকার কোনো বিরোধ নেই। উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়।

অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ **G. Ackley** (অ্যাকলে'র) মতে, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। অর্থনীতির সাধারণ আলোচনায় এ দু'ধরনের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।"

সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরকে সাহায্য করে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পারিক গুরুত্ব

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাহিদার পরিধি, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিমাণের অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটছে। দিন দিন মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato. 427-347 B.C.) বিশ্বাস করেন যে, শ্রমবিভাগই হলো মানবীয় কার্যাবলির কেন্দ্রীয় বিষয় এবং সেই শ্রমবিভাগের উৎপত্তি ঘটে মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত বৈষম্যের কারণে। এরিস্টটল (Aristotle, 384- 322 B.C) দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সামাজিক সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ এসব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে নিজস্ব দর্শন প্রকাশ করেন। এভাবে দর্শনের পরিবর্তন হতে থাকে। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রক্রিয়াগত বিবর্তন সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। St. Thomas Aquinas-এর "Just Price" এবং সুদের হার সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ১২০০ সালে ও তার পরবর্তীতে বিকাশ লাভ করে। দু' হাজার বছর পূর্ব থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা হলেও ১৭৭৬ সালে Adam Smith-এর "The Wealth of Nations" গ্রন্থ প্রকাশের পর এর বিষয়ভিত্তিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৮ শতকের "Political Economy", ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নতুন নামকরণের মাধ্যমে "Economics" নামে চালু হয় । বর্তমানে অর্থনীতি শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণই করে না, সমস্যা সমাধানের পথও নির্দেশ করে। অধ্যাপক পিগু যথার্থই বলেন, “আমাদের আবেগ দার্শনিকের আবেগ নয়, জ্ঞান কেবল জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নয় বরং আমাদের জ্ঞান চিকিৎসকের জ্ঞান যার সাহায্যে রোগ নিরাময় করা যায়।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পারিক গুরুত্ব

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করার জন্য এবং ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমাজকর্মী, শ্রমিকনেতা, রাজনীতিবিদদের জ্ঞান আহরণ ও দেশের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন । অর্থনীতির এ ব্যাপকতাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে ১৯৩৩ সালে Ragner Frisch অর্থনীতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে Micro এবং Macroeconomics নামে দুটি প্রধান শাখায় ভাগ করেন । এক্ষেত্রে Microeconomics বা ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণা বা বিষয়কে ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণা বা বিষয়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণ সামষ্টিক অর্থনীতি বা Macroeconomics-এ করা হয়। অধ্যাপক Ragan এবং Thomas-এর মতে, "Microeconomics is the study of the individual units that comprise the economy" "Macroeconomics is the study of the aggregate economy."

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পারিক গুরুত্ব

অর্থনীতির বিভিন্ন এককের সমষ্টিই সামগ্রিক অর্থনীতি। তাই ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সামষ্টিক বিশ্লেষণ এবং সামষ্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেক সময় ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা সত্য বলে মনে হয় সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা মিথ্যা হতে পারে। যেমন– সঞ্চয় ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হলেও সমাজের সকল মানুষ যদি অতি সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে তবে তা অর্থনৈতিক মন্দা ত্বরান্বিত করে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির জন্য যা সত্য তা সমাজের সকলের জন্য সত্য নাও হতে পারে। এ ধারণা ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির জ্ঞান আহরণ থেকে জানতে পারি। তাই অর্থনীতির সঠিক বিশ্লেষণের জন্যই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার বিশ্লেষণেরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরা পরস্পরের প্রতিযোগী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক।

টপিক- MCQ

সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচিত বিষয় কোনটি?

ক. দ্রব্যের দাম

খ. ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ

গ. ব্যক্তিগত আয়

ঘ. জাতীয় আয়

টপিক- MCQ

সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কোনটি?

ক. দ্রব্যের দাম

খ. ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ

গ. ব্যক্তিগত আয়

ঘ. জাতীয় আয়

সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো-

i. জাতীয় আয়

ii. সুদের হার

iii. ফার্মের মুনাফা

A. i ও ii

B. i ও iii

C. iiও iii

D. i, iiও iii

A.iও ii

টপিক- MCQ

ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি 'Micro' শব্দটি এসেছে কোন শব্দ থেকে?

ক. Micros

খ. Mikro

গ. Mickro

ঘ. Mikros

D. Mikros

টপিক- MCQ

কোনটিতে একটি দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়?

ক. উন্নয়ন অর্থনীতি

খ. আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি

ঘ. সামষ্টিক অর্থনীতি

D. সামষ্টিক অর্থনীতি

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?

অথবা,

ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?

অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।

খ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক বা আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা ব্যষ্টিক অর্থনীতি । অন্যদিকে অর্থনীতির যে শাখায় সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করা হয় তা সামষ্টিক অর্থনীতি। ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোকে অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা যায়।

THANK YOU